যুগান্তর

তারিখ ... 14 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

ডিজিটাল ক্যাম্পাস

তথ্যপ্রযুক্তিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। গ্রামের পিছিয়ে পড়া নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এর সঙ্গে।

যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান কলেজ দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ১৬ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে তিন বছরব্যাপী এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে বুধবার। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে কর্মসূচিটির বাস্তবায়ন করা হবে। এ কাজে সহযোগিতা করবে যুগান্তর সৃজন সমাবেশের সদস্যরা। এ কর্মসূচির প্রথম পর্বে ছয়টি বিভাগীয় শহরের সব ক'টি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হবে। এর পর দেশজুড়ে তা বিস্তৃত করা হবে প্রতিটি অঞ্চলের পিছিয়েপড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। দেশে এ ধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছে। সে দিক থেকে এটি একটি সময়োপযোগী কর্মসূচিও বটে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাইলেও বাস্তবতা হল, সেই অবকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি। দেশের স্কুলগুলো যে সময় সাধারণ শিক্ষার উপকরণ জোগানোসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধানে হিমশিম খাচ্ছে, সে সময় কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদি বিষয় এখনও গ্রামের অনেক এলাকায় হয়তো অপরিচিতই রয়ে গেছে। শহর এলাকার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার থাকলেও দেখা যায় সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার নেই। কম্পিউটার শিক্ষা দেয়ার মতো শিক্ষক নেই। আবার যেখানে শিক্ষক রয়েছেন, সেখানে নেই কম্পিউটার। এ অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব। সরকার নবম ও দশম শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিল। খোদ শিক্ষামন্ত্রীই স্বীকার করেছেন, কাজটি বেশ কঠিন। এতে অনেক বাধা রয়েছে। বাজেটে কুলাবে কিনা, সে প্রশ্নও রয়েছে। সত্য বটে, বড় বড় বাসে কম্পিউটার সামগ্রী দেশের বিভিন্ন জেলায় স্কুলে স্কুলে নিয়ে যাওয়া ব্যয়বহুল। এককভাবে এ খরচ বহন করা সরকারের পক্ষে এ মুহূর্তে কঠিন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে এলে সেটা সম্ভব হতে পারে। যুগান্তর ও ক্যামব্রিয়ান কলেজ এ কাজটিরই সূচনা করেছে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়বে। তখন এ প্রজন্মই সত্যিকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে। এটি কেবল সরকারের অঙ্গীকার বলে নয়, বাস্তবতার নিরিখেই এর প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তির। এটি একদিকে যেমন বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টিতে অবদান রাখছে, তেমনি সৃষ্টি করছে নতুন নতুন কাজের ধারা। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করছে সৃজনশীলতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ। অফিস, আদালত, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ অনেক দেশ এক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে গেলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছি। এ অবস্থার পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। গ্রামের পিছিয়েপড়া নতুন প্রজন্মের জনগোষ্ঠীকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এর সঙ্গে। এর মাধ্যমে গড়ে উঠবে বিজ্ঞানমনস্ক ও তথ্যপ্রযুক্তি সচেতন প্রজন্ম। 'বিজ্ঞানমনস্ক হও এগিয়ে যাও' স্লোগান সামনে রেখে যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান কলেজ দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস কর্মসূচি সফল হোক; দেশ এগিয়ে যাক—এটাই প্রত্যাশা।